রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

সোমবার, জানুয়ারি ৩০, ২০২৩

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১৯ অগ্রহায়ণ, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ/৪ ডিসেম্বর, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

এস.আর.ও. নং ৩৫৩-আইন/২০২২।—The Territorial Waters and Maritime Zones Act, 1974 এর ধারা ৩৬ এর অধীন প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার উক্ত আইনের নিম্নরূপ অনূদিত বাংলা পাঠ প্রকাশ করিল:—

রাষ্ট্রীয় জলসীমা ও সামুদ্রিক অঞ্চল আইন, ১৯৭৪

(১৯৭৪ সনের ২৬ নং আইন)

[১৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৪]

রাষ্ট্রীয় জলসীমা ও সামুদ্রিক অঞ্চল ঘোষণার উদ্দেশ্যে প্রণীত আইন

যেহেতু সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৪৩ এর দফা (২) অনুসারে সংসদ, সময় সময়, আইন দ্বারা বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় জলসীমা ও মহীসোপানের সীমা-নির্ধারণের বিধান প্রণয়ন করিতে পারিবেন;

এবং যেহেতু রাষ্ট্রীয় জলসীমা, মহীসোপান, অন্যান্য সামুদ্রিক অঞ্চল ঘোষণা এবং এতৎসংশ্লিষ্ট বিষয়াদি সম্পর্কে বিধান করা প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল:—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম।**—এই আইন রাষ্ট্রীয় জলসীমা ও সামুদ্রিক অঞ্চল আইন, ১৯৭৪ নামে অভিহিত হইবে।

মূল্য : টাকা ২৪.০০

[১][২। সংজ্ঞা।—বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকিলে, এই আইনে—

(১) **"কৃত্রিম দ্বীপ (Artificial Island)"** অর্থ সমুদ্রের তলদেশে মানবসৃষ্ট ভূখণ্ডের কোনো বর্ধিতাংশ, উহা জোয়ারের সময় সংলগ্ন জলরাশির উপরে দৃশ্যমান হউক বা না হউক;

(২) **"মহাদেশীয় প্রান্তদেশ (Continental Margin)"** অর্থ বাংলাদেশের ভূখণ্ডের নিমজ্জিত বর্ধিতাংশ যাহা মহীসোপানের তলদেশ ও উহার অন্তঃমৃত্তিকা, ঢাল ও উত্থিতাংশ লইয়া গঠিত; তবে সমুদ্রের তলদেশের সরু উচ্চভূমিরেখা (oceanic ridges) বা উহার অন্তঃমৃত্তিকাসহ গভীর সমুদ্রের তলদেশ উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে না;

(৩) **"কনভেনশন (Convention)"** অর্থ The United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), 1982;

(৪) **"ফৌজদারি কার্যবিধি"** অর্থ The Code of Criminal Procedure, 1898 (Act No. V of 1898);

(৫) **"বর্জ্য ডাম্পিং (dumping of wastes)"** অর্থ, সমুদ্রের ক্ষেত্রে নৌযান, বিমান, জাহাজ ও উপকূলীয় স্থাপনা (offshore platforms) অথবা অন্যান্য মানবসৃষ্ট স্থাপনা দ্বারা বা হইতে সামুদ্রিক দূষণ সৃষ্টিকারী বর্জ্য বা অন্যান্য পদার্থ ডাম্পিং বা নিক্ষেপের মাধ্যমে পরিচালিত বর্জ্য অপসারণসংক্রান্ত কর্মকাণ্ড যাহা জনস্বাস্থ্যের জন্য ঝুঁকিসৃষ্টি, প্রাণিজ সম্পদ ও সামুদ্রিক জীববৈচিত্র্যের ক্ষতিসাধন ও সুবিধা (amenities) বিনষ্ট করে অথবা সমুদ্রের অন্যান্য বৈধ ব্যবহারে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে;

(৬) **"ভূ-গাণিতিক রেখা (geodesic)"** অর্থ একটি বৃত্তীয় চাপ (curve) যাহা ভূপৃষ্ঠের উপরিস্থ যে কোনো দুইটি বিন্দুর নিকটতম দূরত্ব প্রকাশ করে;

(৭) **"ঐতিহাসিক জলরাশি (Historic Waters)"** অর্থ বেজলাইন হইতে স্থলাভিমুখী অভ্যন্তরীণ জলসীমা যাহা বাংলাদেশের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে ঐতিহাসিকভাবে স্বীকৃত;

(৮) **"স্থাপনা (Installations)"** অর্থ স্থায়ীভাবে নোঙরকৃত নৌযান, যোগাযোগ ক্যাবল, তেলের পাইপলাইন, সামরিক নজরদারি স্থাপনা, নৌযানে অথবা নৌযান হইতে কোনো বস্তু স্থানান্তরের কার্যে ব্যবহৃত পাইপলাইন, বাংলাদেশের উপকূলের চতুষ্পার্শ্বে গবেষণা, অনুসন্ধান অথবা উৎপাদনের প্লাটফর্ম অথবা তেলের লাইনসহ কোনো খনিজ পদার্থ অনুসন্ধান অথবা উৎপাদনের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত প্ল্যাটফর্ম, কোনো খনিজ পদার্থ অনুসন্ধান অথবা উৎপাদনের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত নৌযান, বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ১৮ নং আইন) এর ধারা ২ (১২) এ সংজ্ঞায়িত টেলিযোগাযোগ যন্ত্রপাতি, সমুদ্রের তলদেশে অনুসন্ধান ও আহরণকার্যে ব্যবহৃত জাহাজ বা সরঞ্জাম, সামুদ্রিক অঞ্চলে স্থাপিত অন্য যে কোনো স্থায়ী অথবা অস্থায়ী স্থাপনা যাহা প্রাকৃতিক সম্পদ অনুসন্ধান, আহরণ, সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা বা এতৎসম্পর্কিত কার্যে ব্যবহৃত হইতেছে বা হইবে;

---

[১] ধারা ২ রাষ্ট্রীয় জলসীমা ও সামুদ্রিক অঞ্চল (সংশোধন) আইন, ২০২১ (২০২১ সালের ২৯ নং আইন) এর ২ ধারাবলে প্রতিস্থাপিত।

(৯) **“অভ্যন্তরীণ জলসীমা (Internal Waters)”** অর্থ রাষ্ট্রীয় সমুদ্রসীমার ব্যাপ্তি পরিমাপ করিবার জন্য ব্যবহৃত বেজলাইন হইতে স্থলাভিমুখী সকল নদীর মোহনা, ঐতিহাসিক জলরাশি, বন্দর এবং পোতাশ্রয়ের শেষ সীমানা পর্যন্ত সামুদ্রিক এলাকা;

(১০) **“সমুদ্রদূষণ (Marine Pollution)”** অর্থ মোহনাসহ সামুদ্রিক পরিবেশে মানব কর্তৃক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনো পদার্থ বা শক্তির প্রবেশ ঘটানো, যাহা সমুদ্রের প্রাণিজ সম্পদ ও সামুদ্রিক জীবনের (marine life) ক্ষতিসাধন, মানবস্বাস্থ্যকে বিপদাপন্ন, মৎস্য আহরণ ও সমুদ্রের অন্যান্য বৈধ ব্যবহারসহ সামুদ্রিক কর্মকাণ্ডে ব্যাঘাত সৃষ্টি, সমুদ্রের পানির ব্যবহারপযোগী গুণগত মানের বিনষ্টসাধন ও সুবিধাসমূহ হ্রাসকরণে ক্ষতিকর প্রভাব সৃষ্টি করে বা করিতে পারে;

(১১) **“মেরিটাইম ট্রাইব্যুনাল (Maritime Tribunal)”** অর্থ ধারা ২৭ এর অধীন গঠিত ট্রাইব্যুনাল;

(১২) **“সামুদ্রিক অঞ্চল (Maritime Zones)”** অর্থ অভ্যন্তরীণ জলসীমা (Internal Waters), রাষ্ট্রীয় জলসীমা (Territorial Sea), সন্নিহিত অঞ্চল (Contiguous Zone), একচ্ছত্র অর্থনৈতিক অঞ্চল (Exclusive Economic Zone), মহীসোপান (Continental Shelf) অথবা, সময় সময়, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা নির্ধারিত বাংলাদেশের অন্য কোনো সামুদ্রিক অঞ্চল;

(১৩) **“মাস্টার (Master)”** অর্থে যুদ্ধজাহাজ ব্যতীত যে কোনো নৌযানে আপাতত দায়িত্ব পালন বা ক্ষমতা প্রয়োগের জন্য আইনানুগভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত প্রত্যেক ব্যক্তি অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(১৪) **“নটিক্যাল মাইলস্ [Nautical Miles (NM)]”** অর্থ সমুদ্রে দূরত্ব পরিমাপের জন্য ব্যবহৃত একক যাহা ১৮৫২ মিটারের সমান;

(১৫) **“সমুদ্রের তলদেশ (Seabed)”** অর্থ সমুদ্রের তলদেশে জমে থাকা বালি, কাঁকর, কাদা বা অন্য কোনো বস্তুর উপরিভাগের আস্তরণ এবং অন্তঃমৃত্তিকার অব্যবহিত উপরিভাগ;

(১৬) **“মারাত্মক আঘাত বা ক্ষতি (serious injury or damage)”** অর্থ মারাত্মক শারীরিক জখম অথবা গণব্যবহার্য কোনো স্থান, রাষ্ট্রীয় বা সরকারি সুবিধা, অবকাঠামোগত সুবিধা, অথবা গণপরিবহণ ব্যবস্থার ব্যাপক ধ্বংসসাধনের মাধ্যমে উদ্ভূত গুরুতর অর্থনৈতিক ক্ষতিসাধন, অথবা বায়ু, মাটি, পানি, প্রাণিকুল বা উদ্ভিদসহ পরিবেশের উল্লেখযোগ্য ক্ষতিসাধন;

(১৭) **“সরলরেখা (Straight Line)”** অর্থ ভূপৃষ্ঠের উপরিভাগের যে কোনো দুইটি বিন্দুর সংযোগকারী ভূ-গাণিতিক রেখা;

(১৮) **“সংলগ্ন জলরাশি (Superjacent Waters)”** অর্থ সমুদ্রের তলদেশ অথবা মহীসোপানের গভীর সমুদ্রতলের উপরিভাগের জলরাশি;

(১৯) **“পরিবহণ (transportation)”** অর্থে পাইপলাইন ও গ্যাসলাইন অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(২০) **"যুদ্ধজাহাজ (Warship)"** অর্থ কোনো রাষ্ট্রের সশস্ত্র বাহিনীর নিয়ন্ত্রণাধীন জাহাজ যাহা উক্ত রাষ্ট্রের জাতীয়তাবিশিষ্ট প্রতীক বহন করে, এবং উক্ত রাষ্ট্রের সরকার কর্তৃক কমিশনপ্রাপ্ত এইরূপ কোনো কর্মকর্তার কমান্ডে পরিচালিত হয় যাহার নাম যথাযথ সার্ভিস তালিকা বা সমতুল্য কিছুতে তালিকাভুক্ত এবং যাহার নাবিকদল নিয়মিত সশস্ত্রবাহিনী কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত;

(২১) **"বর্জ্য (waste)"** অর্থ বর্জ্য হিসাবে বিবেচিত যে কোনো বস্তু এবং তরল, কঠিন, গ্যাসীয় বা তেজস্ক্রিয় যে কোনো পদার্থ, যাহা এইরূপ পরিমাণে, মিশ্রণে বা পন্থায় সামুদ্রিক পরিবেশে নিষ্কাশিত, নির্গত বা জমা হয় যাহাতে পরিবেশের উপর মারাত্মক ক্ষতিকর প্রভাব সৃষ্টি হইতে পারে;

(২২) **"জলস্তম্ভ)water column)"** অর্থ সমুদ্রের তলদেশ হইতে সমুদ্রপৃষ্ঠ পর্যন্ত উল্লম্ব নিয়ত জলরাশি (vertical continuum) ।]

[২][**২ক। আইনের প্রাধান্য।**—আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের বিধানাবলি প্রাধান্য পাইবে।

২খ। **এই আইনের অতিরাষ্ট্রিক প্রয়োগ।**—(১) বাংলাদেশের সামুদ্রিক অঞ্চলের (Maritime Zones) বাহিরে বাংলাদেশের কোনো নৌযানে কোনো ব্যক্তি কর্তৃক বাংলাদেশের কোনো নাগরিকের বিরুদ্ধে সংঘটিত অপরাধের ক্ষেত্রে এই আইন প্রযোজ্য হইবে।

(২) যদি কোনো ব্যক্তি বা নৌযান বাংলাদেশের সামুদ্রিক অঞ্চলের বাহির হইতে অভ্যন্তরে বা অভ্যন্তর হইতে বাহিরে কোনো অপরাধ সংঘটন করেন, তাহা হইলে উক্ত অপরাধ বাংলাদেশে সংঘটিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য করিয়া এই আইনের অধীন বিচার করা হইবে।

২গ। **বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় জলসীমার বেজলাইন।**—সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সমুদ্রসীমার বেজলাইন (Territorial Sea Baseline) এর বেইজ পয়েন্টসমূহ (base points) নির্ধারণ করিতে পারিবে।

২ঘ। **অভ্যন্তরীণ জলসীমায় সার্বভৌমত্ব, ইত্যাদি।**—(১) বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব ইহার ভূখণ্ডের বাহিরে জলস্তম্ভ, সমুদ্র তলদেশ, ও উহার অন্তঃমৃত্তিকা এবং অভ্যন্তরীণ জলসীমার উপরিভাগে আকাশসীমা পর্যন্ত বিস্তৃত।

(২) সরকার অভ্যন্তরীণ জলসীমায় যেকোনো নৌযান বা যুদ্ধজাহাজের চলাচল স্থগিত করিতে পারিবে।

২ঙ। **ঐতিহাসিক জলরাশি।**—সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, উহার স্থলভাগ সংলগ্ন জলরাশির সীমানা বাংলাদেশের ঐতিহাসিক জলরাশি হিসাবে নির্ধারণ করিতে পারিবে।]

[৩][৩। **রাষ্ট্রীয় জলসীমা।**—(১) বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় জলসীমার বেজলাইনের নিকটবর্তী বিন্দুসমূহ হইতে সমুদ্রাভিমুখে অনধিক ১২ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত সমুদ্রের তলদেশ, অন্তঃমৃত্তিকা ও জলস্তম্ভের উপরিভাগের আকাশসীমা পর্যন্ত বিস্তৃত অংশ লইয়া গঠিত হইবে।

---

[২] ধারা ২ক, ২খ, ২গ, ২ঘ এবং ২ঙ রাষ্ট্রীয় জলসীমা ও সামুদ্রিক অঞ্চল (সংশোধন) আইন, ২০২১ (২০২১ সালের ২৯ নং আইন) এর ৩ ধারাবলে সন্নিবেশিত।

[৩] ধারা ৩ রাষ্ট্রীয় জলসীমা ও সামুদ্রিক অঞ্চল (সংশোধন) আইন, ২০২১ (২০২১ সালের ২৯ নং আইন) এর ৪ ধারাবলে প্রতিস্থাপিত।

ব্যাখ্যা।—রাষ্ট্রীয় জলসীমার সীমানা নির্ধারণকল্পে, বাংলাদেশের সর্ব-বহিঃস্থ স্থায়ী বন্দর ও পোতাশ্রয়সমূহ যাহা বিদ্যমান বন্দর ব্যবস্থাপনার অবিচ্ছেদ্য অংশ, যেমন—চট্টগ্রাম ও মংলা বন্দর, মাতারবাড়ি বন্দর, পায়রা বন্দর এবং সময় সময় স্থাপিত এইরূপ অন্যান্য বন্দর এবং উহাদের নির্ধারিত বহিঃনোঙরসমূহ (outer anchorages) এবং সেন্ট মার্টিন'স এর নোঙর ইত্যাদি বাংলাদেশের উপকূলের অংশ গঠন করে মর্মে বিবেচিত হইবে।

(২) বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব উহার ভূখন্ডের বাহিরে জলস্তম্ভ, সমুদ্র তলদেশ ও উহার অন্তঃমৃত্তিকা এবং রাষ্ট্রীয় জলসীমার উপরিভাগের আকাশসীমা পর্যন্ত বিস্তৃত।

(৩) সরকার বিদেশি জাহাজের বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ জলসীমা এবং রাষ্ট্রীয় জলসীমায় প্রবেশ এবং সি-লেন (sea lanes) ও ট্রাফিক পৃথকীকরণ স্কিম নির্ধারণ এবং সাবমেরিন ক্যাবল এবং পাইপলাইন স্থাপনের জন্য বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।]

[৪][৩ক। **রাষ্ট্রীয় জলসীমায় নিরপরাধ অতিক্রমণের অধিকার।**—(১) সরকারকে প্রাক-নোটিশ প্রদান সাপেক্ষে, সাবমেরিন ও অন্য যে কোনো প্রকারের ডুবো-যুদ্ধজাহাজসহ বিদেশি কোনো যুদ্ধজাহাজ রাষ্ট্রীয় জলসীমায় প্রবেশ বা উহা অতিক্রম করিতে পারিবে।

(২) সাবমেরিন বা যে কোনো প্রকারের ডুবোযান যেমন—দূর নিয়ন্ত্রিত ডুবোযান, স্বনিয়ন্ত্রিত ডুবোযান ও মনুষ্যবিহীন ডুবোযান ইত্যাদি, উহা যুদ্ধজাহাজ হউক বা না হউক, রাষ্ট্রীয় জলসীমার মধ্য দিয়া নিরপরাধ অতিক্রমণ অধিকারে চলাচলকালীন সমুদ্রের উপরিভাগ দিয়া এবং রাষ্ট্রীয় পতাকা প্রদর্শন করিয়া চলাচল করিবে।

(৩) সরকারের প্রকাশ্য পূর্বসম্মতি ব্যতীত কোনো ধরনের বিমান নিরপরাধ অতিক্রমণের অধিকার ভোগ করিতে পারিবে না।

(৪) সরকার নৌচলাচলে নিরাপত্তা, পরিবেশের সুরক্ষা এবং শুল্ক, রাজস্ব, ইমিগ্রেশন ও স্বাস্থ্যসংক্রান্ত আইন লঙ্ঘন রোধের উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রীয় জলসীমায় নিরপরাধ অতিক্রমণ সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে।

ব্যাখ্যা।—এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে,—

(ক) **"নিরপরাধ অতিক্রমণ (Innocent Passage)"** অর্থ রাষ্ট্রীয় জলসীমা অতিক্রম করিবার উদ্দেশ্যে অভ্যন্তরীণ জলসীমায় প্রবেশ না করিয়া রাষ্ট্রীয় জলসীমার মধ্য দিয়া বাংলাদেশের শান্তি, শৃঙ্খলা, নিরাপত্তা ও আইনের বিধান ক্ষুণ্ন না করিয়া বিরতিহীন ও দ্রুত অতিক্রম করা অথবা বাংলাদেশের বন্দরসুবিধা বা উপকূলীয় পোতাশ্রয়ে যাত্রাবিরতির উদ্দেশ্যে অভ্যন্তরীণ জলসীমার দিকে বা হইতে গমনাগমন;

---

[৪] ধারা ৩ক, ৩খ এবং ৩গ রাষ্ট্রীয় জলসীমা ও সামুদ্রিক অঞ্চল (সংশোধন) আইন, ২০২১ (২০২১ সালের ২৯ নং আইন) এর ৫ ধারাবলে সন্নিবেশিত।

(খ) **“দূরনিয়ন্ত্রিত ডুবোযান [Remotely Operated Underwater Vehicle (ROV)]”** অর্থ এইরূপ নন-অটোনোমাস সাব-অ্যাকুয়াটিক যান যাহা ভূ-পৃষ্ঠে অবস্থানরত কোনো চালক অথবা পাইলট কর্তৃক তার-সংযোগ (umbilical) অথবা দূরনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হইয়া থাকে;

(গ) **“স্বনিয়ন্ত্রিত ডুবোযান [Autonomous Underwater Vehicle (AUV)]”** অর্থ কোনো রোবটযান যাহা চালকের নিয়ন্ত্রণ ব্যতিরেকে পানির নীচে চলিতে পারে; এবং

(ঘ) **“মনুষ্যবিহীন ডুবোযান [Unmanned Underwater Vehicle (UUV)]”** অর্থ যে কোনো ডুবোযান যাহা মানুষের সাহায্য ব্যতিরেকে পরিচালিত হইতে সক্ষম এবং ROV ও AUV ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে।

৩খ। **রাষ্ট্রীয় জলসীমায় বিদেশি জাহাজে ফৌজদারি এখতিয়ার, ইত্যাদি।**—(১) রাষ্ট্রীয় জলসীমার মধ্য দিয়া চলাচলকালীন বিদেশি কোনো জাহাজে কোনোরূপ অপরাধ সংঘটিত হইলে, নিম্নরূপ ক্ষেত্রসমূহে কোনো ব্যক্তিকে গ্রেফতার অথবা কোনো তদন্ত পরিচালনা এবং উক্ত জাহাজে সংঘটিত কোনো অপরাধের সহিত সংশ্লিষ্ট কোনো ব্যক্তির বিচার করিবার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের ফৌজদারি এখতিয়ার থাকিবে, যথা:—

(ক) অপরাধের প্রভাব বাংলাদেশে বিস্তৃত হইলে;

(খ) অপরাধটি বাংলাদেশের শান্তি বিঘ্নিত করিলে, বাংলাদেশের আইন বা রাষ্ট্রীয় জলসীমার শৃঙ্খলার পরিপন্থি কোনো অপরাধ হইলে;

(গ) জাহাজের মাস্টার অথবা পতাকা রাষ্ট্রের কূটনৈতিক প্রতিনিধি অথবা কনস্যুলার কর্মকর্তা কর্তৃক স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সহায়তার জন্য অনুরোধ করা হইলে; অথবা

(ঘ) মানব পাচার, অস্ত্র পাচার এবং মাদকদ্রব্য অথবা নেশাজাতীয় (psychotropic) দ্রব্যাদির অবৈধ চোরাচালান দমনের জন্য এইরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ প্রয়োজনীয় হইলে।

(২) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত শর্তাদি অভ্যন্তরীণ জলসীমার মধ্যে অথবা উহা অতিক্রম করিয়া রাষ্ট্রীয় জলসীমা দিয়া চলাচলকারী কোনো বিদেশি জাহাজের কোনো ব্যক্তিকে গ্রেফতার অথবা উহাতে তদন্ত পরিচালনার উদ্দেশ্যে, বাংলাদেশের আইন দ্বারা স্বীকৃত কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করিবার ক্ষেত্রে সরকারের অধিকার ক্ষুণ্ন করিবে না।

(৩) অভ্যন্তরীণ জলসীমা অথবা রাষ্ট্রীয় জলসীমার মধ্য দিয়া অথবা উহাদের কোনো অঞ্চল দিয়া পারমাণবিক ও তেজস্ক্রিয় পদার্থ এবং ক্ষতিকর বর্জ্যবাহী জাহাজ চলাচল নিয়ন্ত্রণের জন্য সরকার বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

৩গ। **রাষ্ট্রীয় জলসীমায় বিদেশি জাহাজে দেওয়ানি এখতিয়ার, ইত্যাদি।**—(১) রাষ্ট্রীয় জলসীমার মধ্য দিয়া চলাচলকারী কোনো বিদেশি জাহাজের কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে দেওয়ানি এখতিয়ার প্রয়োগ করিবার উদ্দেশ্যে সরকার উক্ত জাহাজকে থামাইবে না অথবা উহার গতিপথ পরিবর্তন করিবে না।

(২) রাষ্ট্রীয় জলসীমার মধ্য দিয়া চলাচল করিবার সময় বা যাত্রার উদ্দেশ্যে কোনো জাহাজ কর্তৃক পরিগ্রহকৃত বা সৃষ্ট বাধ্যবাধকতা অথবা দায়বদ্ধতা ব্যতিরেকে, কোনো ধরনের দেওয়ানি মামলার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকার উক্ত জাহাজের নিকট হইতে কোনো পাওনা আদায় করিবে না অথবা উহাকে আটক করিবে না।

(৩) উপ-ধারা (১) এর কোনো কিছুই, কোনো ধরনের দেওয়ানি মামলার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ জলসীমা ও রাষ্ট্রীয় জলসীমায় অবস্থানরত অথবা অভ্যন্তরীণ জলসীমা অতিক্রম করিয়া রাষ্ট্রীয় জলসীমা দিয়া চলাচলকারী কোনো বিদেশি জাহাজকে বাংলাদেশের আইন আনুসারে আটক বা উহার নিকট হইতে পাওনা আদায় করিবার ক্ষেত্রে, বাংলাদেশের অধিকার ক্ষুণ্ণ করিবে না।]

[৫][৪। **সন্নিহিত অঞ্চল।**—(১) সন্নিহিত অঞ্চল রাষ্ট্রীয় জলসীমার বেজলাইন হইতে সমুদ্রাভিমুখী অনধিক ২৪ নটিক্যাল মাইল বিস্তৃত হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, সময় সময়, সন্নিহিত অঞ্চলের সীমানা পরিবর্তন করিতে পারিবে।

(২) সরকার সন্নিহিত অঞ্চলে নিম্নরূপ বিষয়ে বাংলাদেশের প্রচলিত আইন বা বিধি-বিধান লঙ্ঘন অথবা লঙ্ঘন করিবার প্রচেষ্টা রোধ বা শাস্তি প্রদান করিতে পারিবে, যথা:—

(ক) বাংলাদেশের নিরাপত্তা;

(খ) ইমিগ্রেশন ও স্বাস্থ্য; এবং

(গ) শুল্ক ও অন্যান্য রাজস্ব বিষয়।

(৩) সন্নিহিত অঞ্চলে নৌযানের প্রবেশ সীমিত করিবার এবং কোনো নৌযান কর্তৃক উপ-ধারা (২) এ বর্ণিত কোনো অপরাধ সংঘটিত হইলে বা সংঘটনের সম্ভাবনা থাকিলে ব্যবস্থা গ্রহণ করিবার জন্য সরকার, যেরূপ প্রয়োজনীয় মনে করিবে সন্নিহিত অঞ্চলে বা তৎসম্পর্কে সেইরূপ ক্ষমতা প্রয়োগ এবং ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।]

[৬][৫। **একচ্ছত্র অর্থনৈতিক অঞ্চল।**—(১) একচ্ছত্র অর্থনৈতিক অঞ্চল এইরূপ একটি রেখা পর্যন্ত বিস্তৃত সমুদ্রাঞ্চল লইয়া গঠিত যাহার প্রতিটি বিন্দু রাষ্ট্রীয় জলসীমার বেজলাইনের নিকটতম বিন্দু হইতে ২০০ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত:

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার, সময় সময়, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, একচ্ছত্র অর্থনৈতিক অঞ্চলের সীমানা পরিবর্তন করিতে পারিবে।

(২) একচ্ছত্র অর্থনৈতিক অঞ্চলে বাংলাদেশের নিম্নরূপ অধিকার থাকিবে, যথা:—

(ক) নৌচলাচল এবং অর্থনৈতিক কার্যক্রম পরিচালনাসহ প্রাণিজ এবং অপ্রাণিজ প্রাকৃতিক সম্পদ অনুসন্ধান, আহরণ, সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা এবং জোয়ার-ভাটা, স্রোত ও বায়ু হইতে শক্তি (energy) উৎপাদনের সার্বভৌম অধিকার;

---

[৫] ধারা ৪ রাষ্ট্রীয় জলসীমা ও সামুদ্রিক অঞ্চল (সংশোধন) আইন, ২০২১ (২০২১ সালের ২৯ নং আইন) এর ৬ ধারাবলে প্রতিস্থাপিত।

[৬] ধারা ৫ রাষ্ট্রীয় জলসীমা ও সামুদ্রিক অঞ্চল (সংশোধন) আইন, ২০২১ (২০২১ সালের ২৯ নং আইন) এর ৭ ধারাবলে প্রতিস্থাপিত।

(খ) কৃত্রিম দ্বীপ, অফশোর টার্মিনাল, স্থাপনা এবং অন্য কোনো উদ্দেশ্যে অন্যান্য অবকাঠামো ও ডিভাইস নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনার একচ্ছত্র অধিকার ও এখতিয়ার;

(গ) সামুদ্রিক বৈজ্ঞানিক গবেষণা অনুমোদন, পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ, সামুদ্রিক পরিবেশ সংরক্ষণ ও সুরক্ষা এবং সমুদ্রদূষণ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণের একচ্ছত্র এখতিয়ার;

(ঘ) কৃত্রিম দ্বীপ, স্থাপনা ও অবকাঠামোর উপর শুল্ক, রাজস্ব, স্বাস্থ্য, এবং ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত আইন প্রয়োগের একচ্ছত্র এখতিয়ার; এবং

(ঙ) আন্তর্জাতিক আইন দ্বারা স্বীকৃত অন্য যে কোনো অধিকার।

(৩) একচ্ছত্র অর্থনৈতিক অঞ্চলে সামরিক মহড়া ব্যতীত, অন্যান্য রাষ্ট্র আন্তর্জাতিকভাবে বৈধ উপায়ে সমুদ্র ব্যবহার করিতে পারিবে।

(৪) এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকার নিম্নরূপ উদ্দেশ্যে বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে, যথা:—

(ক) একচ্ছত্র অর্থনৈতিক অঞ্চলে দূষণ রোধ, হ্রাস ও নিয়ন্ত্রণ;

(খ) মৎস্য আহরণসীমা নির্ধারণ;

(গ) প্রাণিজ বা অপ্রাণিজ সম্পদের ব্যবহার, অনুসন্ধান, আহরণ, সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা;

(ঘ) নৌযানে আরোহণ;

(ঙ) একচ্ছত্র অর্থনৈতিক অঞ্চলে সুনির্দিষ্ট এলাকা বা নিরাপত্তা বলয়; পরিবেশ সংরক্ষণ এলাকা ঘোষণা যেমন—জাহাজ হইতে জাহাজে তেল ও অন্যান্য পণ্য হস্তান্তর, অন্যান্য রাষ্ট্র কর্তৃক সাবমেরিন ক্যাবল ও পাইপলাইন স্থাপন; এবং

(চ) একচ্ছত্র অর্থনৈতিক অঞ্চলে সামরিক ও অন্যান্য কর্মকান্ড নির্ধারণ।]

[৭][৫ক। **একচ্ছত্র অর্থনৈতিক অঞ্চলে অনুসন্ধান বা আহরণে নিষেধাজ্ঞা, ইত্যাদি।**—(১) বিদেশি কোনো সরকার ও আন্তর্জাতিক সংস্থাসহ কোনো ব্যক্তি একচ্ছত্র অর্থনৈতিক অঞ্চলে প্রাণিজ বা অপ্রাণিজ কোনো ধরনের প্রাকৃতিক সম্পদ অনুসন্ধান বা আহরণ করিতে অথবা কোনো তল্লাশি অথবা খননকার্য চালাইতে অথবা কোনো ধরনের গবেষণা কর্ম পরিচালনা করিতে পারিবে না:

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার কর্তৃক অনুমোদিত কোনো লাইসেন্স বা অনুমতিপত্রের (letter of authority) শর্ত প্রতিপালনপূর্বক কোনো ব্যক্তি যে কোনো উদ্দেশ্যে একচ্ছত্র অর্থনৈতিক অঞ্চলে খনন কার্য পরিচালনা অথবা কোনো কৃত্রিম দ্বীপ, অফশোর টার্মিনাল, স্থাপনা অথবা অন্য কোনো প্রকারের কাঠামো বা ডিভাইস নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ বা পরিচালনা করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর কোনো কিছুই বিদ্যমান আইন অনুসারে বাংলাদেশের কোনো নাগরিকের একচ্ছত্র অর্থনৈতিক অঞ্চলে মৎস্য আহরণের অধিকার ক্ষুণ্ন করিবে না।]

---

[৭] ধারা ৫ক রাষ্ট্রীয় জলসীমা ও সামুদ্রিক অঞ্চল (সংশোধন) আইন, ২০২১ (২০২১ সালের ২৯ নং আইন) এর ৮ ধারাবলে সন্নিবেশিত।

[৮][***]

[৯][৭। **মহীসোপান।**—(১) বাংলাদেশের মহীসোপান সমুদ্রের আন্তঃসাগরীয় (submarine) অঞ্চলের তলদেশ ও অন্তঃমৃত্তিকা লইয়া গঠিত যাহা উহার ভূভাগের প্রাকৃতিক বিস্তার বরাবর রাষ্ট্রীয় জলসীমার বহিঃস্থ মহাদেশীয় প্রান্তদেশের বহিঃসীমা পর্যন্ত বিস্তৃত।

(২) যদি মহাদেশীয় প্রান্তদেশের বহিঃসীমা রাষ্ট্রীয় জলসীমা বেজলাইন হইতে ২০০ নটিক্যাল মাইল বাহিরের সমুদ্রাঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত হয়, তাহা হইলে সরকার, কনভেনশনের বিধান অনুসারে মহীসোপানের সীমানা নির্ধারণসংক্রান্ত নীতিমালা ও পদ্ধতির ভিত্তিতে, বিধি দ্বারা মহীসোপানের বহিঃসীমা নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(৩) সরকার মহীসোপানে সুনির্দিষ্ট এলাকা ও নিরাপত্তা বলয় ঘোষণা এবং অন্যান্য রাষ্ট্র কর্তৃক সাবমেরিন ক্যাবল ও পাইপলাইন স্থাপনের বিষয়ে বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।]

[১০][৭ক। **মহীসোপানে অধিকার ও এখতিয়ার।**—মহীসোপানে বাংলাদেশের নিম্নরূপ একচ্ছত্র সার্বভৌম অধিকার ও এখতিয়ার থাকিবে, যথা:—

(ক) উহার প্রাকৃতিক সম্পদ অনুসন্ধান ও আহরণ;

(খ) মহীসোপানের সম্পদ অনুসন্ধান ও আহরণ অথবা নৌচলাচল সুবিধা অথবা অন্য যে কোনো অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সুনির্দিষ্ট এলাকা ও নিরাপত্তা বলয়সহ কৃত্রিম দ্বীপ, অফশোর টার্মিনাল, স্থাপনা ও অন্যান্য যে কোনো অবকাঠামো ও ডিভাইস নির্মাণ, পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবহার অনুমোদন ও নিয়ন্ত্রণ;

(গ) যে কোনো উদ্দেশ্যে খননকার্য (drilling) অনুমোদন ও নিয়ন্ত্রণ;

(ঘ) সামুদ্রিক বৈজ্ঞানিক গবেষণা অনুমোদন, পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ;

(ঙ) সামুদ্রিক পরিবেশ সংরক্ষণ ও সুরক্ষা;

(চ) সমুদ্রদূষণ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ; এবং

(ছ) কৃত্রিম দ্বীপ, স্থাপনা ও অবকাঠামো নির্মাণসংশ্লিষ্ট শুল্ক, রাজস্ব, স্বাস্থ্য এবং ইমিগ্রেশন আইনের প্রয়োগ।

ব্যাখ্যা।—দফা (ক) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, “প্রাকৃতিক সম্পদ” অর্থ সমুদ্রের তলদেশ বা অন্তঃমৃত্তিকায় অবস্থিত খনিজসহ অন্যান্য অপ্রাণিজ সম্পদ এবং একই স্থানে বসবাসকারী প্রাণিজ প্রজাতি (sedentary species) যাহা আহরণযোগ্য পর্যায়ে সমুদ্রের তলদেশ বা উহার নিম্নে অচল অবস্থায় থাকে অথবা সমুদ্রের তলদেশ বা অন্তঃমৃত্তিকার অবিরাম সংস্পর্শ ব্যতীত চলাচল করিতে পারে না।

---

[৮] ধারা ৬ রাষ্ট্রীয় জলসীমা ও সামুদ্রিক অঞ্চল (সংশোধন) আইন, ২০২১ (২০২১ সালের ২৯ নং আইন) এর ৯ ধারাবলে বিলুপ্ত।

[৯] ধারা ৭ রাষ্ট্রীয় জলসীমা ও সামুদ্রিক অঞ্চল (সংশোধন) আইন, ২০২১ (২০২১ সালের ২৯ নং আইন) এর ১০ ধারাবলে প্রতিস্থাপিত।

[১০] ধারা ৭ক, ৭খ, ৭গ, ৭ঘ, ৭ঙ, ৭চ, ৭ছ, এবং ৭জ রাষ্ট্রীয় জলসীমা ও সামুদ্রিক অঞ্চল (সংশোধন) আইন, ২০২১ (২০২১ সালের ২৯ নং আইন) এর ১১ বলে সন্নিবেশিত।

৭খ। **মহীসোপানে অনুসন্ধান ও আহরণে নিষেধাজ্ঞা।**—বিদেশি সরকার অথবা আন্তর্জাতিক সংস্থাসহ কোনো ব্যক্তি মহীসোপানে কোনো ধরনের প্রাকৃতিক সম্পদ, উহা প্রাণিজ হউক অথবা অপ্রাণিজ হউক, অনুসন্ধান বা আহরণ করিতে অথবা, অন্য কোনো ধরনের তল্লাশি বা খননকার্য চালাইতে অথবা গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করিতে পারিবে না:

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার কর্তৃক অনুমোদিত লাইসেন্স এবং অনুমতিপত্রের শর্তাদি প্রতিপালন সাপেক্ষে, কোনো ব্যক্তি মহীসোপানে যে কোনো উদ্দেশ্যে, কোনো ধরনের খননকার্য পরিচালনা অথবা কৃত্রিম দ্বীপ, অফশোর টার্মিনাল, স্থাপনা বা অন্যান্য অবকাঠামো বা ডিভাইস স্থাপন, রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনা করিতে পারিবে।]

৭গ। **গভীর সমুদ্রসম্পর্কিত বিধানাবলি।**—(১) এই আইনের অন্যান্য বিধানাবলি এবং আন্তর্জাতিক আইন সাপেক্ষে, বাংলাদেশ ২০০ নটিক্যাল মাইল একচ্ছত্র অর্থনৈতিক অঞ্চলের বাহিরে গভীর সমুদ্রে (High Seas) জলস্তম্ভে নিম্নরূপ স্বাধীনতা ভোগ করিবে, যথা :—

(ক) নৌচলাচল;

(খ) বিমানউড্ডয়ন (overflight);

(গ) সাবমেরিন ক্যাবল ও পাইপলাইন স্থাপন;

(ঘ) আন্তর্জাতিক আইনে স্বীকৃত কৃত্রিম দ্বীপ এবং অন্যান্য স্থাপনা নির্মাণ;

(ঙ) মৎস্য আহরণ; এবং

(চ) সামুদ্রিক বৈজ্ঞানিক গবেষণা পরিচালনা।

(২) গভীর সমুদ্রে বাংলাদেশের নিজস্ব পতাকা বহনপূর্বক জাহাজ চলাচলের অধিকার থাকিবে।

(৩) সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা জাহাজের জাতীয়তা প্রদান, বাংলাদেশের অধিক্ষেত্রাধীন কোনো জাহাজের নিবন্ধন, এবং উহার পতাকা বহনের অধিকারের শর্তাদি নির্ধারণ করিবে।

(৪) জাহাজগুলি উহাদের রাষ্ট্রের সহিত প্রকৃত সম্পর্ক বজায় রাখিবার শর্তে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের পতাকা বহন করিবে।

(৫) আন্তর্জাতিক চুক্তি বা কনভেনশনে ভিন্নরূপ কোনো বিধান না থাকিলে, বাংলাদেশের পতাকাবাহী জাহাজ গভীর সমুদ্রে সম্পূর্ণরূপে বাংলাদেশের এখতিয়ারাধীন থাকিবে।

(৬) এই ধারায় বর্ণিত কোনো কিছুই জাতিসংঘ বা উহার বিশেষায়িত সংস্থা বা আন্তর্জাতিক পারমাণবিক শক্তি সংস্থার দাপ্তরিক কাজে নিয়োজিত অথবা উক্ত সংগঠনের পতাকাবাহী জাহাজ চলাচলের অধিকার ক্ষুণ্ন করিবে না।

(৭) সরকার উহার পতাকাবাহী জাহাজের নাম ও অন্যান্য বিবরণ রেজিস্টারে সংরক্ষণ করিবে এবং পতাকা রাষ্ট্র হিসাবে প্রত্যেক জাহাজ ও উহার মাস্টারগণের দাপ্তরিক, কারিগরি ও সামাজিক বিষয়ে উহার এখতিয়ার ও নিয়ন্ত্রণ কার্যকরভাবে প্রয়োগ করিবে।

(৮) গভীর সমুদ্রে বাংলাদেশের যুদ্ধজাহাজ এবং সামরিক বিমান অন্য যে কোনো বিদেশি রাষ্ট্রের এখতিয়ার হইতে সম্পূর্ণ দায়মুক্ত থাকিবে।

(৯) কোনো নৌযান গভীর সমুদ্রে অন্য কোনো নৌযানের সহিত সংঘর্ষ ঘটাইলে, অথবা দুর্ঘটনা কবলিত হইলে অথবা জাহাজের মাস্টার বা অন্য কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে শৃঙ্খলামূলক এবং শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিবার প্রয়োজন হইলে, পতাকা রাষ্ট্র বা উক্ত ব্যক্তি যে দেশের নাগরিক সেই দেশের বিচারিক বা প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ ব্যতীত অন্য কোনো কর্তৃপক্ষ শৃঙ্খলামূলক এবং শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে না।

(১০) বাংলাদেশের কোনো নৌযান উহার যাত্রী বা নাবিকের জীবন বিপন্ন না করিয়া অথবা নৌযানের বিপদ না ঘটাইয়া সাগরে বিধ্বস্ত জাহাজের নাবিক বা ডুবন্ত জাহাজ বা গভীর সমুদ্রে বিপদগ্রস্ত কোনো ব্যক্তিকে সাহায্য প্রদান, উদ্ধার এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

(১১) সরকার গভীর সমুদ্রের পাশাপাশি একচ্ছত্র অর্থনৈতিক অঞ্চলে মৎস্য ও সামুদ্রিক স্তন্যপায়ী প্রাণির মজুত সংরক্ষণ ও সুরক্ষার জন্য দ্বিপক্ষীয় বা বহুপক্ষীয় চুক্তির মাধ্যমে, কোনো আইন গ্রহণ ও প্রয়োগ এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী সহযোগিতা কৌশল প্রণয়ন এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ এবং এতৎসংক্রান্ত বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

৭ঘ। **মহাঅঞ্চল ও উহার সম্পদ।**—(১) মহীসোপানের সীমানা নির্ধারণ কমিশন (United Nations Commission on the Limits of the Continental Shelf) কর্তৃক বিবেচনা ও সুপারিশের আলোকে বঙ্গোপসাগরের মহাঅঞ্চল নির্ধারিত হইবে এবং সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, মহাঅঞ্চলের সীমা নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(২) মহাঅঞ্চল এবং উহার অন্তর্গত সম্পদসমূহ মানবজাতির সর্বজনীন অধিকার মর্মে গণ্য হইবে।

(৩) মহাঅঞ্চলে প্রাপ্ত প্রত্নতাত্ত্বিক এবং ঐতিহাসিক প্রকৃতির বস্তু বা সামগ্রী মানবজাতির কল্যাণে সংরক্ষণ বা বিলিবন্দেজ করা হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, যদি বাংলাদেশ এই সকল বস্তু বা সামগ্রীর সাংস্কৃতিক, ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক উৎস হয়, তাহা হইলে বাংলাদেশের অগ্রাধিকারের বিষয়টি বিবেচনা করিতে হইবে।

(৪) সরকার মহাঅঞ্চলে বিভিন্ন কর্মকাণ্ড, অনুসন্ধান ও আহরণ পদ্ধতি ও আন্তর্জাতিক সী-বেড কর্তৃপক্ষে (International Seabed Authority) বাংলাদেশের অংশগ্রহণসংক্রান্ত বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

ব্যাখ্যা।—এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে,—

(ক) **"মহাঅঞ্চল"** (Area) অর্থ জাতীয় অধিক্ষেত্রাধীন অঞ্চলের বাহিরে সমুদ্রের তলদেশ, অন্তঃমৃত্তিকা এবং সমুদ্রতল (ocean floor) নিয়ে গঠিত অঞ্চল।

(খ) **"মহাঅঞ্চলের সম্পদ"** অর্থ মহাঅঞ্চলে বিরাজমান সমুদ্রের তলদেশে বা উহার নিম্নে অবস্থিত সকল কঠিন, তরল বা গ্যাসীয় খনিজ সম্পদ, এবং নিম্নরূপ সম্পদসমূহও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে, তবে উহাতে সীমাবদ্ধ থাকিবে না—

(অ) ক্ষুদ্র ধাতবপিণ্ড (polymetalic nodules) যাহা গভীর সমুদ্র স্তরের উপরিভাগ ও নিম্নে সঞ্চিত আস্তরণ বা পিণ্ডের উপলেপ যাহাতে বিভিন্ন ধাতু যেমন— ম্যাঙ্গানিজ, নিকেল, কোবাল্ট ও কপার বিদ্যমান থাকে;

(আ) পলিমেটালিক সালফাইড, যাহা হাইড্রোথারমাল প্রক্রিয়ায় সঞ্চিত সালফাইড পিণ্ড এবং সামুদ্রিক খনিজ যাহাতে বিভিন্ন ধাতু, যেমন—কপার, শিসা, জিঙ্ক, স্বর্ণ, রৌপ্য, ইত্যাদি বিদ্যমান থাকে;

(ই) কোবাল্ট আস্তরণ (cobalt crusts) যাহা কোবাল্ট সমৃদ্ধ ফেরো ম্যাঙ্গানিজ হাইড্রোক্সাইড বা অক্সাইড-পিণ্ড বা যাহা সামুদ্রিক খনিজের প্রত্যক্ষ অধঃক্ষেপ হইতে সৃষ্ট আস্তরণ বা দলা যাহাতে বিভিন্ন ধাতু যেমন—কোবাল্ট, লিথিয়াম, নিকেল, প্লাটিনাম, মলিবডেনাম, ডিউটেরিয়াম, সিরিয়াম এবং অন্যান্য ধাতব ও দুর্লভ মৃত্তিকা-উপাদান বিদ্যমান থাকে; এবং মহাঅঞ্চল হইতে পুনরুদ্ধারকৃত সম্পদ; এবং

(ঈ) গ্যাস হাইড্রেটসহ অন্য যে কোনো খনিজ সম্পদ।

৭ঙ। **সমুদ্র ব্যবস্থাপনা।**—(১) সরকার সমুদ্রকে সুস্থ, উৎপাদনশীল, নিরাপদ, ঝুঁকিমুক্ত ও স্থিতিশীল রাখিবার জন্য সম্পদের টেকসই ব্যবহার ও সক্ষমতা বৃদ্ধি, সমুদ্র ব্যবস্থাপনাসংক্রান্ত অভিজ্ঞতা, পর্যাপ্ত জ্ঞান, দক্ষ মানবসম্পদ গড়িয়া তোলা, অংশীজনকে কৌশলগত বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান এবং প্রচলিত পদ্ধতিগত ব্যবস্থাপনা ও সংশ্লিষ্ট প্রক্রিয়া প্রতিপালন করিবার জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও উহার বাস্তবায়ন করিতে পারিবে।

(২) সরকার বিভিন্ন রাষ্ট্র হইতে বাংলাদেশের বন্দর এলাকায় আগত জাহাজের নাবিক ও কর্মচারীগণের তথ্যাদি পরীক্ষা করিবার বিষয়ে আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

(৩) জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ কর্তৃক বিদেশি কোনো জাহাজের উপর অবরোধ (sanction) ও নিষেধাজ্ঞা (embargo) আরোপ করা হইলে, উহা বাংলাদেশের কোনো বন্দর বা সামুদ্রিক অঞ্চলে প্রবেশ অথবা বন্দর এলাকায় নোঙর করিতে পারিবে না।

(৪) যদি কোনো ডুবন্ত জাহাজের নাবিক স্রোতে ভাসিয়া বাংলাদেশের উপকূলে আসিয়া পড়েন অথবা বাংলাদেশের কোনো জাহাজ কর্তৃক উক্তরূপ কোনো নাবিককে উদ্ধার করা হয়, তাহা হইলে সরকার উক্ত নাবিকের প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা প্রদান করিবে এবং তিনি যে দেশের নাগরিক সেই দেশকে এতৎসম্পর্কে অবহিত করিবে এবং তাহার নিরাপদ প্রত্যাবর্তনের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

(৫) সরকার জাতীয় অধিক্ষেত্র বহির্ভূত অঞ্চলের জীববৈচিত্র্য, সামুদ্রিক কৌলসম্পদ, সামুদ্রিক সংরক্ষিত এলাকা এবং বিশেষত স্পর্শকাতর সমুদ্রাঞ্চলসহ সকল সামুদ্রিক অঞ্চলের ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণসংক্রান্ত বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

৭চ। **সুনীল অর্থনীতি।**—(১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, সামুদ্রিক অঞ্চলে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সম্পাদিত অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড, টেকসই উপায়ে সমুদ্র সম্পদ অনুসন্ধান ও আহরণ এবং সামুদ্রিক দ্রব্যাদি ব্যবহার সম্পর্কিত নীতি, কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করিতে পারিবে।

(২) সরকার সুনীল অর্থনীতি হইতে অর্থনৈতিক সুফল বৃদ্ধির লক্ষ্যে টেকসই সামুদ্রিক মৎস্যআহরণ, মৎস্যচাষ (mariculture), সমুদ্র-পর্যটন, সামুদ্রিক জীব-প্রযুক্তি, সামুদ্রিক পরিবহণ, বন্দর ও পোতাশ্রয় উন্নয়ন, জাহাজ নির্মাণ ও পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ, নবায়নযোগ্য জ্বালানি ইত্যাদিসহ সমুদ্রসম্পদ বা খনিজের টেকসই ব্যবহার নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

৭ছ। **সমুদ্রবিষয়ক সহযোগিতা।**—অন্যান্য দেশের সহিত সমুদ্রবিষয়ক সহযোগিতার উদ্দেশ্যে, সরকার—

(ক) ভূমিবেষ্টিত দেশসহ অন্যান্য রাষ্ট্রের সহিত চুক্তির মাধ্যমে বাংলাদেশের বন্দর ব্যবহার করিয়া অথবা ট্রানজিটের মাধ্যমে ব্যক্তি, মালপত্র, পণ্যদ্রব্য এবং পরিবহণযান চলাচলের অনুমোদন প্রদান করিতে পারিবে;

(খ) নৌচলাচল নিরাপত্তা, আবহাওয়া, ঘূর্ণিঝড়, ও সুনামি ইত্যাদির পূর্বাভাস ও সামুদ্রিক পরিবেশ সুরক্ষাসংক্রান্ত সহযোগিতার কর্মকৌশল প্রণয়নের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে;

(গ) শুল্ক, রাজস্ব, ইমিগ্রেশন, স্বাস্থ্য সংক্রান্ত কর্মকান্ড নিয়ন্ত্রণ, জীব-প্রযুক্তির উন্নয়ন ও অন্যান্য বিষয় তথা সাংস্কৃতিক বা ঐতিহাসিক বস্তু, যেমন—মেরিটাইম অঞ্চলে জাহাজডুবির ধ্বংসাবশেষ অপসারণের বিষয়ে অন্যান্য দেশের সহিত সহযোগিতার কর্মকৌশল প্রণয়নের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

৭জ। **সামুদ্রিক বৈজ্ঞানিক গবেষণা।**—(১) আন্তর্জাতিক আইন এবং বিশেষত কনভেনশন অনুযায়ী, সরকারের রাষ্ট্রীয় জলসীমা, একচ্ছত্র অর্থনৈতিক অঞ্চল এবং মহীসোপানে সামুদ্রিক গবেষণা, হাইড্রোগ্রাফিক সার্ভে এবং সামরিক জরিপ নিয়ন্ত্রণ, অনুমোদন ও পরিচালনার বিষয়ে অধিকার থাকিবে।

(২) সরকারের সুস্পষ্ট সম্মতি ব্যতিরেকে বাংলাদেশের সামুদ্রিক অঞ্চলে কোনো প্রকার সামুদ্রিক বৈজ্ঞানিক গবেষণা, হাইড্রোগ্রাফি জরিপ বা সামরিক জরিপ পরিচালনা করা যাইবে না।

(৩) সরকার সামুদ্রিক বৈজ্ঞানিক গবেষণা, হাইড্রোগ্রাফিক সার্ভে বা সামরিক জরিপের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

ব্যাখ্যা।—এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে,—

(ক) **“সামুদ্রিক বৈজ্ঞানিক গবেষণা (Marine scientific research)”** অর্থে একচ্ছত্র অর্থনৈতিক অঞ্চল ও মহীসোপানে হাইড্রোগ্রাফি বা তৈল জরিপ, সমুদ্রের পরিবেশগত অবস্থান নির্ণয়, আবহাওয়া, ঘূর্ণিঝড়, সুনামি ইত্যাদির পূর্বাভাস, প্রাকৃতিক সম্পদ ও সমুদ্রগর্ভস্থ সাংস্কৃতিক নিদর্শন অনুসন্ধান ও আহরণ, ভৌত সমুদ্রবিজ্ঞান, সামুদ্রিক রসায়ন, সামুদ্রিক জীববিদ্যা, বৈজ্ঞানিক সমুদ্রখনন এবং ভূ-তাত্ত্বিক ও ভূ-পদার্থ বিষয়ক গবেষণা সম্পর্কিত কার্যাবলি এবং গভীর সমুদ্রে গবেষণার উদ্দেশ্যে সম্পাদিত অন্যান্য যে কোনো কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(খ) **“হাইড্রোগ্রাফিক সার্ভে (Hydrographic survey)”** অর্থে সমুদ্রে পানির গভীরতা, সমুদ্রতলের রূপরেখা ও প্রকৃতি, স্রোতের গতিপথ ও বেগ, জোয়ারভাটা ও উহার সময় এবং পানির স্তর ও নৌচলাচলে ঝুঁকি নির্ণয়সহ নৌচলাচল চার্ট তৈরি ও নৌচলাচল নিরাপত্তার জন্য সম্পাদিত কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত হইবে; এবং

(গ) **“সামরিক জরিপ (Military surveys)”** অর্থে সামরিক উদ্দেশ্যে একচ্ছত্র অর্থনৈতিক অঞ্চল, গভীর সমুদ্র এবং মহীসোপানে সামুদ্রিক তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের জন্য সম্পাদিত কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত হইবে।]

[১১][৮। **দূষণ নিয়ন্ত্রণ**।—(১) সরকার, সামুদ্রিক দূষণ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে সামুদ্রিক ও উপকূলীয় বাস্তুতন্ত্রের ব্যবস্থাপনা, সংরক্ষণ এবং সুরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ও যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

(২) সরকার উহার অধিক্ষেত্রভুক্ত সকল সামুদ্রিক অঞ্চলে পরিবেশের গুণগত মান ও ভারসাম্য রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে নিম্নরূপ বিষয়ে বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে—

(ক) সামুদ্রিক পরিবেশদূষণ প্রতিরোধ, হ্রাস ও নিয়ন্ত্রণ;

(খ) স্থলভিত্তিক উৎস, সমুদ্রভিত্তিক কর্মকান্ড, জাহাজ দ্বারা বা হইতে ডাম্পিং, বায়ুমন্ডলীয় উৎস হইতে বা মাধ্যমে, অথবা প্লাস্টিক ও মাইক্রোপ্লাস্টিক দ্বারা সৃষ্ট দূষণ প্রতিরোধ, হ্রাস ও নিয়ন্ত্রণ; এবং

(গ) সামুদ্রিক ও উপকূলীয় বাস্তুতন্ত্রের প্রত্যাবর্তন (resilience) ও পুনঃপ্রতিষ্ঠার (restoration) সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে টেকসই উপায়ে সামুদ্রিক ও উপকূলীয় বাস্তুতন্ত্রের ব্যস্থাপনা ও সংরক্ষণ।]

[১২][৯। **সমুদ্রে জলদস্যুতা, সশস্ত্র ডাকাতি, চুরি ও সমুদ্রে সন্ত্রাস দমন**।—বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় জলসীমা এবং অভ্যন্তরীণ জলসীমার বহিঃসীমা বা প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহের রাষ্ট্রীয় জলসীমার পার্শ্বসীমা (lateral limits) অথবা একচ্ছত্র অর্থনৈতিক অঞ্চলসহ বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সীমায় প্রবেশ, উহাদের মধ্য দিয়া চলাচলকারী বা মধ্য হইতে বহির্গমনকারী জাহাজে জলদস্যুতা, সশস্ত্র ডাকাতি, চুরি বা সমুদ্রে সন্ত্রাস এবং এই জাতীয় কোনো অপরাধ সংঘটিত হইলে সরকার উহা দমনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

ব্যাখ্যা।–এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে,—

(ক) **“জলদস্যুতা (Piracy)”** অর্থ নিম্নরূপ যে কোনো কার্য—

(অ) একচ্ছত্র অর্থনৈতিক অঞ্চল এবং ২০০ নটিক্যাল মাইলের বাহিরে গভীর সমুদ্রে ব্যক্তিমালিকানাধীন জাহাজ বা বিমানের ক্রু বা যাত্রী কর্তৃক অন্য কোনো জাহাজ বা বিমান অথবা উক্তরূপ জাহাজ বা বিমানের কোনো ব্যক্তি বা সম্পত্তির বিরুদ্ধে অথবা কোনো রাষ্ট্রের এখতিয়ার বহির্ভূত কোনো স্থানে কোনো জাহাজ, বিমান, ব্যক্তি বা সম্পত্তির বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য সাধন করিবার জন্য সংঘটিত কোনো বেআইনি সহিংস কর্মকান্ড বা আটক, অথবা যে কোনো ধরনের লুটপাট;

(আ) কোনো জাহাজ বা বিমান জলদস্যু জাহাজ বা বিমান হিসাবে অভিযান চালাইবে মর্মে নিশ্চিতভাবে অবগত হইয়া উহা পরিচালনায় স্বেচ্ছায় অংশগ্রহণ;

---

[১১] ধারা ৮ রাষ্ট্রীয় জলসীমা ও সামুদ্রিক অঞ্চল (সংশোধন) আইন, ২০২১ (২০২১ সালের ২৯ নং আইন) এর ১২ ধারাবলে প্রতিস্থাপিত।

[১২] ধারা ৯ রাষ্ট্রীয় জলসীমা ও সামুদ্রিক অঞ্চল (সংশোধন) আইন, ২০২১ (২০২১ সালের ২৯ নং আইন) এর ১৩ ধারাবলে প্রতিস্থাপিত।

(ই) উপদফা (অ) ও (আ) এ বর্ণিত যে কোনো ধরনের বেআইনি কর্মকান্ড করিতে উৎসাহ প্রদান বা উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে সহায়তা প্রদান;

(ঈ) প্রচলিত আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী জলদস্যুতামূলক (piratical) যে কোনো ধরনের কর্মকান্ড।

(খ) **"সশস্ত্র ডাকাতি)Armed robbery)"** অর্থ নিম্নরূপ যে কোনো কার্য—

(অ) কোনো জাহাজ বা বিমান অথবা উক্তরূপ জাহাজ বা বিমানের কোনো ব্যক্তি বা সম্পত্তির বিরুদ্ধে অভ্যন্তরীণ জলসীমা, রাষ্ট্রীয় জলসীমার মধ্যে কোনো স্থানে কোনো জাহাজ, বিমান, ব্যক্তি বা সম্পত্তির বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য সাধন করিবার জন্য সংঘটিত কোনো বেআইনি সহিংস কর্মকান্ড বা আটক, অথবা উক্তরূপ অপরাধের মাধ্যমে যে কোনো ধরনের লুটপাট;

(আ) কোনো জাহাজ সশস্ত্র ডাকাতি করিবার জন্য অভিযান চালাইবে মর্মে নিশ্চিতভাবে অবগত হইয়া উহা পরিচালনায় স্বেচ্ছায় অংশগ্রহণমূলক কর্মকান্ড;

(ই) উপদফা (অ) ও (আ) এ বর্ণিত যে কোনো ধরনের কার্য করিতে উৎসাহ প্রদান বা ইচ্ছাকৃতভাবে সহায়তা প্রদান।

(গ) **"চুরি (theft)"** অর্থ অভ্যন্তরীণ জলসীমা ও রাষ্ট্রীয় জলসীমার মধ্যে সশস্ত্র না হইয়া এবং নৌযানের নাবিক ও যাত্রীদের কোনো ক্ষতি না করিয়া কোনো ব্যক্তির দখলে থাকা কোনো অস্থাবর সম্পত্তি তাহার সম্মতি ব্যতীত কোনো ব্যক্তি কর্তৃক অসদুপায়ে গ্রহণ করিবার উদ্দেশ্যে জাহাজ বা নৌযান বা নৌকা হইতে সরাইয়া ফেলা।

(ঘ) **"সমুদ্রে সন্ত্রাস (maritime terrorism at sea)"** অর্থ কোনো ব্যক্তি কর্তৃক বেআইনি ও ইচ্ছাকৃতভাবে সম্পাদিত নিম্নরূপ কর্মকান্ডসমূহ—

(অ) বলপূর্বক বা হুমকি প্রদান অথবা কোনো ধরনের ভীতি প্রদর্শন করিয়া কোনো জাহাজ অপহরণ বা উহার নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ;

(আ) জাহাজের কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে সহিংস আচরণ যাহাতে উক্ত জাহাজের নিরাপদ চলাচল বিপদাপন্ন হইবার সম্ভাবনা থাকে;

(ই) কোনো জাহাজ ধ্বংস করা বা উক্ত জাহাজ বা উহার কার্গোর এইরূপ ক্ষতিসাধন যাহার ফলে উক্ত জাহাজের নিরাপদ চলাচল বিপদাপন্ন হইবার সম্ভাবনা থাকে;

(ঈ) যে কোনো উপায়ে কোনো জাহাজে এইরূপ কোনো যন্ত্রপাতি বা পদার্থ স্থাপন করা বা করানো যাহা উক্ত জাহাজ ধ্বংস করিতে পারে, অথবা উক্ত জাহাজ বা উহার কার্গোর এইরূপ ক্ষতিসাধন করা যাহার ফলে উক্ত জাহাজের নিরাপদ চলাচল বিপদাপন্ন হইবার সম্ভাবনা থাকে;

(ঊ) সামুদ্রিক নৌচলাচল সুবিধা ধ্বংস করা বা মারাত্মকভাবে ক্ষতিসাধন করা বা নৌচলাচলে মারাত্মক ব্যাঘাত সৃষ্টি যাহার ফলে কোনো জাহাজের নিরাপদ চলাচল বিপদাপন্ন হইবার সম্ভাবনা থাকে;

(ঊ) সজ্ঞানে মিথ্যা তথ্য সরবরাহ করিয়া কোনো জাহাজের নিরাপদ চলাচল বিপদাপন্ন করা;

(ঋ) উপরিউক্ত উপদফাসমূহে বর্ণিত অপরাধসমূহের যে কোনো একটি অপরাধ সংঘটনকালে বা সংঘটনের প্রচেষ্টাকালে কোনো ব্যক্তিকে জখম বা হত্যা করা; অথবা

(এ) কোনো ব্যক্তি কর্তৃক সংঘটিত উল্লিখিত যে কোনো অপরাধ সংঘটনে সহায়তা প্রদান, অথবা এইরূপ কোনো ব্যক্তির সহচর হওয়া যিনি উল্লিখিত কোনো অপরাধ সংঘটনের উদ্দেশ্যে কোনো স্বাভাবিক বা আইনানুগ ব্যক্তিকে কোনো কিছু করা বা করা হইতে বিরত রাখিতে বাধ্য করিতে দেশের আইনে সংজ্ঞায়িত কোনো অপরাধ করেন অথবা, শর্তযুক্ত বা শর্তহীনভাবে, এইরূপ কোনো হুমকি প্রদান করেন যাহার ফলে উক্ত জাহাজের নিরাপদ চলাচল বিপদাপন্ন হইবার সম্ভাবনা থাকে।]

[১৩][১০। **সমুদ্রপথে মানবপাচার।**—সমুদ্রপথে মানবপাচারের ক্ষেত্রে মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৩ নং আইন) প্রযোজ্য হইবে।

ব্যাখ্যা।—মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৩ নং আইন) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, 'সমুদ্রপথে মানব পাচার' অর্থে যৌন শোষণ, নিপীড়ন বা শ্রম শোষণের উদ্দেশ্যে কোনো ব্যক্তিকে ভয়ভীতি প্রদর্শন বা বলপ্রয়োগ বা অন্য কোনোভাবে জোরপূর্বক, অপহরণ করিয়া, প্রতারণা করিয়া, ধোকা দিয়া, প্ররোচনা দিয়া, লোভ দেখাইয়া, ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ করিয়া, ক্ষমতার অপব্যবহার করিয়া, বা উক্ত ব্যক্তির অসহায়ত্বকে (vulnerability) কাজে লাগাইয়া; অথবা অর্থ বা অন্য কোনো সুবিধা, নগদ অর্থ বা পণ্যের বিনিময়ে লেনদেনপূর্বক উক্ত ব্যক্তির উপর নিয়ন্ত্রণ রহিয়াছে এমন ব্যক্তির সম্মতি গ্রহণ করিয়া নিয়োগপ্রদান, স্থানান্তরকরণ, চালান, বিক্রয় বা ক্রয়, ব্যক্তিকে আশ্রয় প্রদান বা গ্রহণ, বিনিময়, বহিষ্কার বা নির্বাসন, জোরপূর্বক পতিতাবৃত্তি বা দাসত্বে বাধ্যকরণ, অপহরণ, আটক বা অন্য কোনো বেআইনি কাজে নিয়োজিতকরণ অন্তর্ভুক্ত হইবে।

১১। **জাহাজ পরিদর্শনের অধিকার।**—(১) বাংলাদেশের কার্যে নিয়োজিত কোনো যুদ্ধজাহাজ বা অনুমোদিত কোনো জাহাজ বা বিমান গভীর সমুদ্রে, সম্পূর্ণ দায়মুক্তি (immunity) প্রাপ্ত বিদেশি জাহাজ ব্যতীত, অন্য কোনো বিদেশি জাহাজের মুখোমুখি হইলে, যদি উক্ত বিদেশি জাহাজ জলদস্যুতা,

[১৩] ধারা ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২১, ২২, ২৩, ২৪, ২৫, ২৬, ২৭, ২৮, ২৯, ৩০, ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৫ এবং ৩৬ রাষ্ট্রীয় জলসীমা ও সামুদ্রিক অঞ্চল (সংশোধন) আইন, ২০২১ (২০২১ সালের ২৯ নং আইন) এর ১১ ধারাবলে সন্নিবেশিত।

দাসব্যবসা, অননুমোদিত সম্প্রচার কর্মকাণ্ডে জড়িত রহিয়াছে বলিয়া সন্দেহ করিবার যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকে অথবা জাহাজটি জাতীয়তাবিহীন বা নিজ রাষ্ট্র ব্যতীত অন্য রাষ্ট্রের পতাকা প্রদর্শন করে অথবা উহার নিজস্ব পতাকা প্রদর্শন করিতে অনীহা প্রকাশ করে, তাহা হইলে উক্ত বিদেশি জাহাজে আরোহণ করা যাইবে।

(২) উপ-ধারা (১) এ বর্ণিত ক্ষেত্রসমূহে বাংলাদেশ নৌবাহিনী, বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নেতৃত্বে বাংলাদেশের কোনো যুদ্ধজাহাজ বা অনুমোদিত কোনো জাহাজ বা বিমান হইতে সন্দেহভাজন জাহাজে নৌকা প্রেরণ বা উহাতে আরোহণ করিতে পারিবে এবং প্রয়োজনবোধে অধিকতর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিবার ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

১২। **জলদস্যু জাহাজ বা বিমান, ইত্যাদি গ্রেফতার ও জব্দকরণ।**—(১) বাংলাদেশ, গভীর সমুদ্রে অথবা কোনো রাষ্ট্রের অধিক্ষেত্রের বাহিরে যে কোনো স্থানে, জলদস্যু জাহাজ বা বিমান বা জলদস্যুতার মাধ্যমে অধিকৃত ও জলদস্যুর নিয়ন্ত্রণাধীন কোনো জাহাজ বা বিমান জব্দ (seize) করিতে পারিবে এবং জাহাজের ব্যক্তিদের আটক ও উহার মালামাল জব্দ করিতে পারিবে।

(২) জলদস্যুতা বিষয়ক জব্দকরণ কার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে, কোনো যুদ্ধজাহাজ বা সামরিক বিমান বা সরকারি কার্যে নিয়োজিত ও উক্ত কার্যের অনুমোদন রহিয়াছে বলিয়া সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত বা পরিচয়বাহী অন্য কোনো জাহাজ বা বিমান ব্যবহার করা যাইবে।

১৩। **জাহাজে আইন প্রয়োগের এখতিয়ার।**—(১) বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় জলসীমা এবং উহার বহিঃসীমার মধ্যে প্রবেশকারী, চলাচলকারী বা বহির্গমনকারী অথবা প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহের সহিত বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় জলসীমা ও অভ্যন্তরীণ জলসীমার পার্শ্বসীমা দিয়া চলাচলকারী বা চলাচলের উদ্দেশ্যে নির্ধারিত জাহাজে বাংলাদেশের এখতিয়ার থাকিবে।

(২) সরকার উল্লিখিত অপরাধসমূহ দমনে এখতিয়ার প্রয়োগ করিবার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে, যদি উক্তরূপ কোনো অপরাধ—

(ক) কোনো রাষ্ট্রের পতাকাবাহী জাহাজ বা জাহাজের কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে সংঘটিত হইয়া থাকে;

(খ) বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ জলসীমা ও রাষ্ট্রীয় জলসীমাসহ উহার ভূখণ্ডে সংঘটিত হইয়া থাকে; এবং

(গ) উক্ত রাষ্ট্রের কোনো নাগরিক কর্তৃক সংঘটিত হইয়া থাকে:

তবে শর্ত থাকে যে, এই ধারার কোনো কিছুই কোনো যুদ্ধজাহাজ বা কোনো রাষ্ট্র কর্তৃক নৌবাহিনীর সহায়ক কার্য বা শুল্ক, রাজস্ব, ইমিগ্রেশন, স্বাস্থ্যসংক্রান্ত কর্মকাণ্ডে ব্যবহৃত বা উহার মালিকানাধীন কোনো জাহাজ, অথবা নৌচলাচল ব্যবহার হইতে প্রত্যাহারকৃত বা অকেজো কোনো জাহাজের ক্ষেত্রে, প্রযোজ্য হইবে না:

আরও শর্ত থাকে যে, এই ধারার কোনো অংশই যুদ্ধজাহাজ ও অবাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন জাহাজের দায়মুক্তিসুবিধা ক্ষুণ্ন করিবে না।

১৪। **প্রত্যর্পণ (Extradition)**।—আপাতত বলবৎ কোনো আইনের বিধান সাপেক্ষে, সরকার কোনো জলদস্যুকে বা জাহাজে জলদস্যুতা ও সশস্ত্র ডাকাতির অপরাধে অভিযুক্ত কোনো ব্যক্তিকে Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Maritime Navigation,1992 এর পক্ষভুক্ত কোনো রাষ্ট্রের অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে, উক্ত রাষ্ট্রের নিকট প্রত্যর্পণ করিতে পারিবে।

১৫। **নিরপরাধ অতিক্রমণ ভঙ্গের দণ্ড**।—(১) রাষ্ট্রীয় জলসীমার মধ্য দিয়া চলাচলকালীন কোনো বিদেশি জাহাজ কর্তৃক নিম্নবর্ণিত কার্যের সহিত সম্পৃক্ত থাকিলে, উক্ত জাহাজের অতিক্রমণ নিরপরাধ হইবে না এবং উহা একটি অপরাধ হিসাবে বিবেচিত হইবে—

(ক) বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব, আঞ্চলিক অখণ্ডতা বা রাজনৈতিক স্বাধীনতার বিরুদ্ধে যে কোনো ধরনের হুমকি বা বলপ্রয়োগ বা জাতিসংঘ সনদে বিবৃত আন্তর্জাতিক আইনের বিধিবিধান লঙ্ঘনমূলক অন্য যে কোনো ধরনের কর্মকাণ্ড;

(খ) যে কোনো ধরনের সমরাস্ত্র দ্বারা সশস্ত্র মহড়া বা অনুশীলন বা বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা বা নিরাপত্তার প্রতি হুমকিস্বরূপ যে কোনো তথ্য সংগ্রহ সংক্রান্ত কর্মকাণ্ড বা বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা বা নিরাপত্তার প্রতি হুমকিস্বরূপ যে কোনো ধরনের অপপ্রচারমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা বা জাহাজ হইতে যে কোনো ধরনের বিমান উৎক্ষেপণ বা অবতরণ বা যে কোনো ধরনের সামরিক যন্ত্রপাতি উৎক্ষেপণ বা অবতরণ;

(গ) বাংলাদেশের শুল্ক, রাজস্ব, ইমিগ্রেশন বা স্বাস্থ্যসংক্রান্ত আইনের পরিপন্থি কোনো দ্রব্য, মুদ্রা বা ব্যক্তি বোঝাইকরণ বা খালাসকরণ;

(ঘ) কনভেনশন ও বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সনের ১ নং আইন) লঙ্ঘন করিয়া যে কোনো ধরনের ইচ্ছাকৃত দূষণ;

(ঙ) যে কোনো ধরনের মৎস্য আহরণ বা গবেষণা বা জরিপ কার্য পরিচালনা সংক্রান্ত কর্মকাণ্ড;

(চ) বাংলাদেশের যে কোনো যোগাযোগ ব্যবস্থা বা অন্য যে কোনো সুবিধা বা স্থাপনায় বিঘ্ন সৃষ্টিকারী কোনো কর্মকাণ্ড অথবা নৌচলাচলের সহিত প্রত্যক্ষভাবে সম্পৃক্ত নহে এইরূপ যে কোনো কর্মকাণ্ড সংঘটন যাহা বাংলাদেশের শান্তি, শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তার প্রতি হুমকি স্বরূপ।

(২) কোনো ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এর অধীন কোনো অপরাধ সংঘটন করিলে তিনি অনূর্ধ্ব ৫ (পাঁচ) বৎসরের কারাদণ্ড, অথবা অনধিক ৪০ (চল্লিশ) কোটি টাকা, তবে অন্যূন ১০ (দশ) কোটি টাকা অর্থদণ্ড, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

(৩) দণ্ড প্রদানের পর অপরাধ অব্যাহত থাকিলে দণ্ডপ্রাপ্ত মাস্টার ও অন্যান্য ব্যক্তি যাহারা পূর্বে দণ্ডিত হইয়াছিলেন, প্রত্যেকে পুনরায় অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে এবং দ্বিগুণ দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন এবং তদতিরিক্ত, মেরিটাইম ট্রাইব্যুনাল উক্ত নৌযান বা সাবমেরিন বাজেয়াপ্তির আদেশ প্রদান করিতে পারিবে।

১৬। **সাবমেরিন বা অন্যান্য ডুবোযান কর্তৃক আইন লঙ্ঘনের দণ্ড।**—যদি যুদ্ধজাহাজ ব্যতীত কোনো সাবমেরিন বা অন্য কোনো ডুবোযান রাষ্ট্রীয় জলসীমার মধ্য দিয়া চলাচলের সময় পতাকা প্রদর্শন না করে, তাহা হইলে দায়ী ব্যক্তি অনূর্ধ্ব ৫ (পাঁচ) বৎসরের কারাদণ্ড, এবং অনধিক ৪০ (চল্লিশ) কোটি টাকা অর্থদণ্ড, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন এবং তদতিরিক্ত, ট্রাইব্যুনাল উক্ত নৌযান বা সাবমেরিন এবং অপরাধ সংঘটনে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি বাজেয়াপ্তির আদেশ প্রদান করিতে পারিবে।

১৭। **পারমাণবিক বা ক্ষতিকর (hazardous) বর্জ্য নিক্ষেপের দণ্ড।**—বিদেশি কোনো নৌযানের মাস্টার অভ্যন্তরীণ জলসীমা বা রাষ্ট্রীয় জলসীমায় কোনো ধরনের পারমাণবিক বা অন্য কোনো বিপজ্জনক, অনিষ্টকর বা ক্ষতিকর পদার্থ অথবা অস্বাস্থ্যকর বর্জ্য নিক্ষেপ করিলে অথবা নিক্ষেপ করিবার অনুমতি প্রদান করিলে, উহা হইবে একটি অপরাধ এবং তজ্জন্য তিনি অনূর্ধ্ব ৭ (সাত) বৎসরের কারাদণ্ড, অথবা অনধিক ১১০ (একশত দশ) কোটি টাকা, তবে অন্যূন ৮০ (আশি) কোটি টাকা অর্থদণ্ড, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

১৮। **সন্নিহিত অঞ্চলে অপরাধ সংঘটনের দণ্ড।**—কোনো ব্যক্তি সন্নিহিত অঞ্চলে বাংলাদেশে প্রচলিত শুল্ক, রাজস্ব, ইমিগ্রেশন বা স্বাস্থ্যসংক্রান্ত আইন বা বিধিবিধান লঙ্ঘন করিলে বা লঙ্ঘন করিবার প্রচেষ্টা করিলে অথবা সন্নিহিত অঞ্চলে উক্তরূপ অপরাধ সংঘটন করিয়া বাংলাদেশে প্রবেশ করিলে, উহা হইবে একটি অপরাধ এবং তজ্জন্য তিনি অনূর্ধ্ব ৭ (সাত) বৎসর, তবে অন্যূন ২ (দুই) বৎসরের কারাদণ্ড, অথবা অনধিক ৩৫ (পঁয়ত্রিশ) কোটি টাকা, তবে অন্যূন ১০ (দশ) কোটি টাকা অর্থদণ্ড, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

১৯। **একচ্ছত্র অর্থনৈতিক অঞ্চলে অপরাধ সংঘটনের দণ্ড।**—কোনো ব্যক্তি ধারা ৫ক এর বিধান লঙ্ঘন করিলে তিনি অন্যূন ৩ (তিন) বৎসরের কারাদণ্ড, অথবা অনধিক ৪০ (চল্লিশ) কোটি টাকা, তবে অন্যূন ১০ (দশ) কোটি টাকা অর্থদণ্ড, অথবা উভয়দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন এবং তদতিরিক্ত, ট্রাইব্যুনাল উক্তরূপ অপরাধ সংঘটনের উপকরণ হিসাবে ব্যবহৃত নৌযান ও যন্ত্রপাতি বাজেয়াপ্তির আদেশ প্রদান করিতে পারিবে।

২০। **মহীসোপানে অপরাধ সংঘটনের দণ্ড।**—কোনো ব্যক্তি ধারা ৭খ এর বিধান লঙ্ঘন করিলে তিনি অনূর্ধ্ব ৩ (তিন) বৎসরের কারাদণ্ড এবং অনধিক ২৮ (আটাশ) কোটি টাকা, তবে অন্যূন ১০ (দশ) কোটি টাকা অর্থদণ্ড, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন এবং তদতিরিক্ত, ট্রাইব্যুনাল অপরাধ সংঘটনের উপকরণ হিসাবে ব্যবহৃত নৌযান ও যন্ত্রপাতি বাজেয়াপ্তির আদেশ প্রদান করিতে পারিবে।

২১। **সাবমেরিন ক্যাবল, টেলিগ্রাফ** বা **টেলিফোন যোগাযোগ ব্যবস্থা, ইত্যাদি বিচ্ছিন্নকরণ** বা **ক্ষতিসাধনের দণ্ড।**—টেলিগ্রাফ বা টেলিফোন যোগাযোগ ব্যাহত করা বা বিঘ্ন সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ইচ্ছাকৃতভাবে বা শাস্তিযোগ্য অবহেলাবশত গভীর সমুদ্রের নিম্নে অবস্থিত সাবমেরিন ক্যাবল বিচ্ছিন্নকরণ বা ক্ষতিসাধন এবং একইভাবে সাবমেরিন পাইপলাইন বা উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন বৈদ্যুতিক

তার বিচ্ছিন্নকরণ বা ক্ষতিসাধন অবধারিত জানিয়াও এইরূপ কর্মকাণ্ড সংঘটন করা হইলে, উহা হইবে একটি অপরাধ এবং তজ্জন্য দায়ী ব্যক্তি অন্যূন ৩ (তিন) বৎসরের কারাদণ্ড এবং অনধিক ১০ (দশ) কোটি টাকা, তবে অন্যূন ৫ (পাঁচ) কোটি টাকা অর্থদণ্ড, অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, জাহাজ রক্ষা বা প্রাণ রক্ষায় আইনগতভাবে নিযুক্ত ব্যক্তিগণ যাহারা কেবল জীবন ও জাহাজ রক্ষায় নিয়োজিত তাহারা বিচ্ছিন্নকরণ বা ক্ষতিসাধন এড়াইবার সকল প্রয়োজনীয় সতর্কতা অবলম্বন করিবার পরও বিচ্ছিন্ন বা ক্ষতিসাধন করিলে তাহাদের ক্ষেত্রে এই বিধান প্রযোজ্য হইবে না।

২২। **দূষণের দণ্ড।**—কোনো বৈচারিক ব্যক্তি ও বিদেশি সত্তাসহ কোনো ব্যক্তি যদি বাংলাদেশের সমুদ্রাঞ্চলে নিম্নবর্ণিত কোনো কার্য সংঘটন করেন, তাহা হইলে তিনি অনূর্ধ্ব ৩ (তিন) বৎসরের কারাদণ্ড, বা অনধিক ৫ (পাঁচ) কোটি টাকা, তবে অন্যূন ২ (দুই) কোটি টাকা অর্থদণ্ড, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন, যথা:—

(ক) বাংলাদেশের অধিক্ষেত্রের বাহিরে সংঘটিত কোনো ক্ষতিকর কর্মকাণ্ডের কারণে বাংলাদেশের অধিক্ষেত্রভুক্ত এলাকায় দূষণ সৃষ্টি;

(খ) এই আইনের অধীন নিষিদ্ধ কোনো ধরনের দূষক বা অন্যান্য পদার্থ নির্গতকরণ;

(গ) এই আইনের বিধানাবলি প্রতিপালন না করিয়া বা সীমালঙ্ঘনক্রমে সমুদ্রবক্ষে দূষক বা আবর্জনা বা অন্যান্য পদার্থ নির্গতকরণ;

(ঘ) সমুদ্র দূষণমূলক ঘটনা ঘটানো এবং দুর্ঘটনা বা অন্যান্য অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার বিষয়ে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণ না করা;

(ঙ) উপকূলীয় অঞ্চলের সামুদ্রিক পরিবেশকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রভাবিত করিতে পারে এইরূপ কোনো কর্মকাণ্ড;

(চ) সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা নির্ধারিত অন্য যে কোনো প্রকারের লঙ্ঘন।

২৩। দূষণ প্রতিরোধে ব্যবস্থা গ্রহণে ব্যর্থতার দণ্ড।—যদি কোনো বিদেশি নৌযান বা স্থাপনা নিম্নরূপ কর্মকাণ্ড সংঘটন করেন, তাহা হইলে উহা হইবে একটি অপরাধ এবং তজ্জন্য উক্ত নৌযানের মাস্টার বা স্থাপনার দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তি অনূর্ধ্ব ৫ (পাঁচ) বৎসরের কারাদণ্ড, অথবা অন্যূন ১০ (দশ) কোটি টাকা অর্থদণ্ড, অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন, যথা:—

(ক) এইরূপ কোনো কিছু অধিকারে রাখেন বা সম্পাদন করেন বা করিবার উদ্যোগ গ্রহণ করেন যাহা দূষণ ঘটাইতে পারে; অথবা

(খ) সকল প্রকারের সমুদ্র দূষণ, বিশেষ করিয়া, সামুদ্রিক বর্জ্য (debris) এবং পরিপোষক পদার্থের দ্বারা সৃষ্ট দূষণ বা সমুদ্রের তলদেশের কর্মকাণ্ড বা মহাঅঞ্চলে সংঘটিত কোনো কর্মকাণ্ড বা ডাম্পিং বা জাহাজ কর্তৃক বা বায়ুমণ্ডল হইতে বা উহার মাধ্যমে সৃষ্ট দূষণ প্রতিরোধের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণে ব্যর্থ হন বা অবহেলা প্রদর্শন করেন।

২৪। **জলদস্যুতা, সশস্ত্র ডাকাতি, সমুদ্রে সন্ত্রাস এবং চুরির দণ্ড।**—(১) যদি কোনো ব্যক্তি জলদস্যুতা এবং সমুদ্রে সন্ত্রাস করেন, তাহা হইলে তিনি সর্বোচ্চ যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন, এবং তদতিরিক্ত, ট্রাইব্যুনাল, প্রত্যর্পণ সাপেক্ষে, অপরাধ সংঘটনে সম্পৃক্ত নৌযান বা সম্পদ বাজেয়াপ্তির আদেশ প্রদান করিতে পারিবে।

(২) যদি কোনো ব্যক্তি জলদস্যুতা বা সমুদ্রে সন্ত্রাস সংঘটনের চেষ্টা অথবা সহায়তা অথবা প্ররোচনা প্রদান করেন, তাহা হইলে তিনি অনূর্ধ্ব ১৪ (চৌদ্দ) বৎসরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন এবং অর্থদণ্ডেও দণ্ডিত হইবেন।

(৩) যদি কোনো ব্যক্তি সমুদ্রে সশস্ত্র ডাকাতি করেন, তাহা হইলে তিনি অনূর্ধ্ব ১০ (দশ) বৎসরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন এবং অর্থদণ্ডেও দণ্ডিত হইবেন।

(৪) যদি কোনো ব্যক্তি সমুদ্রে চুরির অপরাধ সংঘটন করেন, তাহা হইলে তিনি অনূর্ধ্ব ৩ (তিন) বৎসরের কারাদণ্ড, অর্থদণ্ড, বা উভয়দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

(৫) যদি কোনো ব্যক্তি জিম্মিকরণ, জলদস্যুতা সম্পর্কিত বহুজাতিক সংঘবদ্ধ অপরাধ, সমুদ্রে সন্ত্রাস এবং অন্যান্য নৌচলাচল নিরাপত্তা বিঘ্নকারী অপরাধ সংঘটন করেন, তাহা হইলে তিনি অনূর্ধ্ব ২০ (বিশ) বৎসর, তবে অন্যূন ৫ (পাঁচ) বৎসরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন, অথবা অনধিক ৪০ (চল্লিশ) কোটি টাকা, তবে অন্যূন ১০ (দশ) কোটি টাকা অর্থদণ্ড, অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

২৫। **ধারা ২৪ এর অধীন কোনো অপরাধ সংঘটনের সময় মৃত্যু ঘটাইলে উহার দণ্ড।**—কোনো ব্যক্তি এই আইনের ধারা ২৪ এর অধীন অপরাধ সংঘটনকালে বা অপরাধ সংঘটনের প্রচেষ্টাকালে কোনো ব্যক্তির মৃত্যু ঘটাইলে, তিনি দণ্ডবিধি, ১৮৬০ (১৮৬০ সনের ৪৫ নং আইন) এ মৃত্যু ঘটানো বা উহার প্রচেষ্টার জন্য নির্ধারিত বিধান অনুযায়ী দণ্ডিত হইবেন।

২৬। **অপরাধের পূর্বানুমান।**—যদি কোনো ব্যক্তির হেফাজত হইতে অথবা তাহার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে থাকা কোনো স্থান হইতে এই আইনের অধীন কোনো অপরাধের শিকার কোনো ব্যক্তিকে অথবা অপরাধ সংঘটনে ব্যবহৃত কোনো কিছু উদ্ধার করা হয়, অথবা যদি তিনি উদ্ধারকৃত ভিকটিম কর্তৃক অপরাধ সংঘটনকারী হিসাবে চিহ্নিত হন, তাহা হইলে, যদিনা ভিন্নরূপ কোনোকিছু প্রমাণিত হয়, উক্ত ব্যক্তি অপরাধ সংঘটন করিয়াছেন বলিয়া পূর্বানুমান করা যাইবে।

২৭। **মেরিটাইম ট্রাইব্যুনাল গঠন।**—(১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এক বা একাধিক মেরিটাইম ট্রাইব্যুনাল গঠন করিতে পারিবে।

(২) যদি উপ-ধারা (১) এর অধীন একাধিক ট্রাইব্যুনাল গঠিত হয়, তাহা হইলে ট্রাইব্যুনাল গঠনের প্রজ্ঞাপনে প্রতিটি ট্রাইব্যুনালের অধিক্ষেত্র নির্ধারণ করিতে হইবে।

(৩) এই ধারার অধীন ট্রাইব্যুনাল গঠন না করা পর্যন্ত, সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, যে কোনো জেলার জেলা জজ বা অতিরিক্ত জেলা জজকে তাহার স্বীয় দায়িত্বের অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসাবে মেরিটাইম ট্রাইব্যুনালের দায়িত্ব পালনের জন্য নিযুক্ত করিতে পারিবে।

(৪) সরকার কর্তৃক সুপ্রীম কোর্টের সহিত পরামর্শক্রমে নিযুক্ত একজন জেলা জজ বা অতিরিক্ত জেলা জজের সমন্বয়ে ট্রাইব্যুনাল গঠিত হইবে।

(৫) সরকার কর্তৃক নির্ধারিত স্থান বা স্থানসমূহে ট্রাইব্যুনাল বসিবে এবং উহার কার্যক্রম পরিচালনা করিবে।

২৮। **অপরাধ তদন্তের ক্ষমতা**।—ফৌজদারি কার্যবিধিতে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বাংলাদেশ নৌবাহিনী ও বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড এর যে কোনো গেজেটেড কর্মকর্তা কর্তৃক কোনো ব্যক্তিকে গ্রেফতার এবং এই আইনের অধীন কোনো অপরাধের তদন্ত করিবার ক্ষমতা অর্পণ করিতে পারিবে।

২৯। **ক্যামেরায় গৃহীত ছবি, রেকর্ডকৃত কথাবার্তা ইত্যাদির সাক্ষ্যগতমূল্য**।—বাংলাদেশ নৌবাহিনী বা বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড এর সদস্য বা অন্য কোনো ব্যক্তি কর্তৃক এই আইনে বর্ণিত কোনো অপরাধ সংঘটন বা সংঘটনের প্রস্তুতি গ্রহণ বা উহা সংঘটনে সহায়তাসংক্রান্ত কোনো ঘটনার ভিডিওচিত্র বা স্থিরচিত্র ধারণ বা গ্রহণ অথবা কোনো কথাবার্তা বা আলাপ-আলোচনা টেপরেকর্ড বা মুঠোফোনে ধারণ অথবা কোনো স্যাটেলাইট ইমেজ ধারণ করা হইলে উক্ত ভিডিওচিত্র বা স্থিরচিত্র বা টেপ বা ডিস্ক বা স্যাটেলাইট ইমেজ, উহার সত্যতা প্রমাণ সাপেক্ষে, বিচারে সাক্ষ্য হিসাবে গ্রহণযোগ্য হইবে।

৩০। **অভিযোগ আমলে গ্রহণ**।—সরকার কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তির লিখিত অভিযোগ ব্যতীত ট্রাইব্যুনাল কোনো অপরাধ আমলে গ্রহণ করিবে না।

৩১। **জামিন সংক্রান্ত বিধানাবলি**।—ফৌজদারি কার্যবিধিতে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, ট্রাইব্যুনাল এই আইনের অধীন জামিন মঞ্জুর করিবে না, যদিনা—

(১) রাষ্ট্রপক্ষকে জামিন আদেশের শুনানির জন্য অনুমতি প্রদান করা হয়;

(২) ট্রাইব্যুনাল সন্তুষ্ট হয় যে—

(ক) অভিযুক্ত ব্যক্তি অপরাধী সাব্যস্ত হইবে না মর্মে বিশ্বাস করিবার যুক্তিসঙ্গত কারণ রহিয়াছে;

(খ) অপরাধটি গুরুতর প্রকৃতির নহে এবং অপরাধ প্রমাণিত হইলে শাস্তি গুরুদণ্ড হইবে না।

৩২। **মামলা নিষ্পত্তির** জন্য **নির্ধারিত সময়সীমা**।—(১) মামলা দায়ের করিবার তারিখ হইতে ১৮০ (একশত আশি) দিনের মধ্যে ট্রাইব্যুনাল মামলা নিষ্পত্তি করিবে।

(২) ট্রাইব্যুনাল উপ-ধারা (১) এর অধীন নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কোনো মামলা নিষ্পত্তি করিতে ব্যর্থ হইলে, উহার কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া সময়সীমা অনধিক ৯০ (নব্বই) দিন বর্ধিত করিতে পারিবে।

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন বর্ধিত সময়ের মধ্যে কোনো মামলা নিষ্পত্তি করিতে ব্যর্থ হইলে, ট্রাইব্যুনাল উহার কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া বর্ধিত সময়সীমা শেষ হইবার ১০ (দশ) দিনের মধ্যে সুপ্রীম কোর্টে এতৎসম্পর্কিত একটি প্রতিবেদন প্রদান করিবে।

৩৩। **ট্রাইব্যুনালের ক্ষমতা।**—ফৌজদারি কার্যবিধিতে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, ট্রাইব্যুনাল অভিযুক্ত ব্যক্তিকে সংশ্লিষ্ট অপরাধের জন্য নির্ধারিত যে কোনো পরিমাণের অর্থদণ্ড আরোপ করিতে পারিবে।

৩৪। **আপিল।**—ট্রাইব্যুনালের আদেশ, রায় বা দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে, উক্তরূপ আদেশ, রায় বা দণ্ডাদেশ প্রদানের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে, সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে আপিল করা যাইবে।

৩৫। **বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা।**—এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

৩৬। **বাংলায় অনূদিত পাঠ প্রকাশের ক্ষমতা।**–সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের নির্ভরযোগ্য একটি বাংলা পাঠ প্রকাশ করিতে পারিবে।]

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

রিয়ার এ্যাডমিরাল মোঃ খুরশেদ আলম (অবঃ)
সচিব
মেরিটাইম বিষয়াবলি ইউনিট

মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
হাছিনা বেগম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও,
ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd